আইসিটি ক্যাডার থাকলে মেধাবীরাও দেশে থাকবেন

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের ফলে আজ এই মহামারিতেও অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সরকারি ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যে বিপ্লব চলছে, এর মূল নিয়ামক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন। সব অর্জনকে টেকসই করতে আইসিটিকে শক্তিশালী করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আইসিটি ক্যাডার তৈরি হলে দেশের মেধাবী গ্র্যাজুয়েটরা ক্যারিয়ারের জন্য আর দেশ ছেড়ে যাবেন না বলে তিনি মনে করেন।

‘টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি জনবলের ভূমিকা’ শীর্ষক আয়োজিত এক ওয়েবমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। গভর্নমেন্ট আইসিটি অফিসার্স ফোরাম ১২ অক্টোবর এই ওয়েবিনারের আয়োজন করে। সেখানে ডিজিটাল

বাংলাদেশের সুফল ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুনাইজ আহমেদ নূর বলেন, উচ্চশিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম আর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে আইসিটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সব অর্জনকে সমুন্নত রাখতে আইসিটি ক্যাডার বাস্তবায়নের জন্য সরকার যে কাজ শুরু করেছে, তা দ্রুত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আইসিটি গ্র্যাজুয়েটদের মেধা, মনন ও উদ্ভাবনী শক্তি দেশের জন্য আরও অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আরজেএসসির প্রোগ্রামার জিকরা আমিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন। তিনি বলেন, দেশে আইসিটিতে ভালো ক্যারিয়ার না থাকায় প্রতিবছর প্রকৌশল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া গ্র্যাজুয়েটদের বড় একটা অংশ দেশের বাইরে চলে যায়। ফলে তাঁদের মেধা, মননশীলতা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকেই সিএসই কিংবা সিএসই রিলেটেড বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরও শুধু আইসিটি ক্যাডার না থাকার কারণে অন্য ট্র্যাক কিংবা অন্য ক্যাডার বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

গভর্নমেন্ট আইসিটি অফিসার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট মো. তমিজ উদ্দীন আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, আইসিটি ক্যাডার বাস্তবায়নের দাবি শুধু আইসিটি জনবলেরই নয়, এ দাবি সরকারের, এ দাবি মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টার।

৬৫ ওয়াট সুপারডার্ট চার্জিং প্রযুক্তি নিয়ে বাজারে রিয়েলমি ৭ প্রো

বিজ্ঞাপন বার্তা

বর্তমান প্রজন্মকে ট্রেন্ডসেটিং স্মার্ট লাইফস্টাইলের অভিজ্ঞতা দিতে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী স্মার্টফোন বাজারে নিয়ে আসতে সচেষ্ট রয়েছে। কারণ, হালের তরুণ-তরুণীরা স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ সচেতন। তারা প্রতিনিয়ত এমন ফোনের সন্ধান করে যেটা দিয়ে তারা অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া, কনটেন্ট উপভোগ, উন্নতমানের ক্যামেরা ও দুর্দান্ত ব্যাটারি ব্যাকআপের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ তারা একের ভেতর সব ধরনের সুবিধা পেতে চান। যেসব ক্রেতা একের ভেতর সব ধরনের সুবিধা পেতে চান তাদের কথা বিবেচনা করেই যাত্রা শুরুর পর থেকে রিয়েলমি দুর্দান্ত ফিচার সমৃদ্ধ স্মার্টফোন বাজারে ছেড়েছে। এর ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশের প্রযুক্তিপ্রেমীদের দুর্দান্ত স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতা দিতে রিয়েলমি দেশের বাজারে উন্মোচন করেছে রিয়েলমি ৭ প্রো।

৬৫ ওয়াট সুপারডার্ট চার্জিং প্রযুক্তি রিয়েলমি ৭ প্রো স্মার্টফোনটিতে রয়েছে অসাধারণ সব ফিচার। এসব ফিচারসমূহের মধ্যে ৬৫ ওয়াটের সুপার ডার্ট চার্জিং প্রযুক্তির কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। এ ফিচার নিঃসন্দেহে ব্যবহারকারীর স্মার্টফোন ব্যবহারে ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। রিয়েলমি ৭ প্রো ডিভাইসটিতে রয়েছে ৪,৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্যাটারি। ৬৫ ওয়াটের সুপার ডার্ট চার্জিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাত্র ৩৪ মিনিটে ডিভাইসটির শতভাগ চার্জ হয়ে যাবে এবং মাত্র ১২ মিনিটে প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি চার্জ প্রাপ্ত হবে। যে তরুণেরা মোবাইলে গেম খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিয়ে এসেছে রিয়েলমি। আরেকটি অসাধারণ দিক হলো, মাত্র তিন মিনিটে রিয়েলমি ৭ প্রো ১৩ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ গ্রহণে সক্ষম।

এ ছাড়া, ৬৫ ওয়াটের সুপার ডার্ট ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো—

৬৫ ওয়াট সুপার ডার্ট চার্জিং প্রযুক্তি নতুন প্রজন্মের ডুয়াল সেলে (৪৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার = ২২৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার*২) একই সাথে ১০ ভোল্ট ৬.৫ অ্যাম্পিয়ারে ফাস্ট চার্জ করতে পারে। ডুয়াল সেল ব্যাটারির ভোল্টেজ অর্ধেকে নামিয়ে এনে চার্জিং স্পিড ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ উভয় বিষয়টি নিশ্চিত করে। পুরো চার্জিং প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত এবং অতিরিক্ত তাপ রোধ করে ডিভাইসটিকে ঠান্ডা রাখতে এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উচ্চ দক্ষতার রূপান্তর অর্জনে সহায়তা করে।

সম্পূর্ণ চার্জিং প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য এতে আছে টেন টেম্পারেচার সেন্সর (এনটিসি থার্মিস্টোর, নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট)। এর ফলে চার্জিং পদ্ধতি আরও গতিশীল হয় এবং এবং অতিরিক্ত তাপ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে

১৮০ হার্টজ স্যাম্পলিং রেটসহ রিয়েলমি ৭ প্রো স্মার্ট ডিভাইসে ৬.৪ ইঞ্চি সুপার অ্যামোলেড ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে রয়েছে। এতে করে ফোনের টাচে পাওয়া যাবে অনন্য অভিজ্ঞতা। এলসিডি ডিসপ্লের তুলনায় ওএলইডি ডিসপ্লের ইমেজ কোয়ালিটি তুলনামূলকভাবে উন্নত। ডিভাইসটির ডিসপ্লের অনুপাত ২০ :৯, ফুল এফএইচডি+ রেজ্যুলেশনে এর স্ক্রিন-টু-বডি রেশিও ৯০.৮ শতাংশ, ৬০০ নিটস পিক ব্রাইটনেসে উজ্জ্বল আলোতেও স্বাচ্ছন্দ্যে ফোন ব্যবহার করা যাবে।

কোয়াড ক্যামেরায় ফটোগ্রাফিতে নতুন মাত্রা

দুর্দান্ত ফটোগ্রাফিতে রিয়েলমি ৭ প্রো স্মার্ট ডিভাইসে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে, যার প্রধান ক্যামেরা ৬৪ মেগাপিক্সেল যেখানে সনি আইএমএক্স৬৮২ সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা, ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর ও ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো শুটার। সেলফি তোলার জন্য ডিভাইসটির সামনে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের ইন-ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরা। রিয়েলমি ৭ প্রো স্মার্ট ডিভাইসের ক্যামেরায় নতুন কিছু ফিচার-মোড ও ফিল্টার আনা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে নানান ভঙ্গিমায় ছবি তোলা হবে আরও সহজ। তা ছাড়া, ডিভাইসটির নাইট মোডে রাতের চমৎকার সব ছবি তোলা যাবে।

শক্তিশালী পারফরমেন্স

রিয়েলমি ৭ প্রো স্মার্ট ডিভাইসে রয়েছে শক্তিশালী ও কার্যকর ৭২০জি কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর। ৮ ন্যানোমিটারের এই চিপসেট ক্রায়ো ৪৬৫ সিপিউ ও অ্যাড্রেনো ৬১৮ জিপিউ-এর সমন্বয়ে দিবে অসাধারণ পারফরমেন্স। ৮ গিগাবাইট ডিডিআর৪এক্স র‍্যাম ও ১২৮ জিবি ইউএফএস ২.১-এর সঙ্গে যেকোনো কাজে সর্বোচ্চ ২.৩ গিগাহার্টজ গতি প্রদানে সক্ষম এই স্মার্টফোন। রিয়েলমি ৭ প্রোতে আছে তিনটি কার্ড স্লট রয়েছে। এ তিনটি স্লটের দু'টিতে সিম কার্ড

ও একটিতে এসডি কার্ড রাখা যাবে (২৫৬জিবি পর্যন্ত)। ফলে ছবি তুলতে, ফোর কে ভিডিও করতে কিংবা পছন্দের কনটেন্ট ডাউনলোডে স্টোরেজ নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

মাত্র দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক স্মার্টফোনের বাজারে নিজেদের ট্রেন্ডসেটার ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে রিয়েলমি। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে দেশের বাজারে রিয়েলমির জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি অবমুক্ত হওয়া রিয়েলমি ৭ প্রো মিরর সিলভার ও মিরর ব্লু, এ দু'টি রঙে দেশের বাজারে পাওয়া যাবে ২৭,৯৯০ টাকায়। কেনার জন্য রিয়েলমি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন।

বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস

বিজ্ঞাপন বার্তা

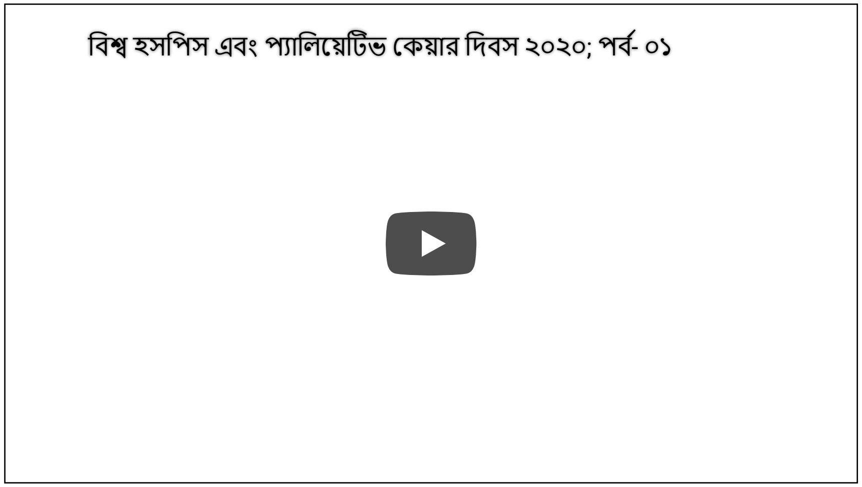

১০ অক্টোবর বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস। আমরা অনেকেই হয়তো এই বিষয়টি নিয়ে তেমন অবগত নই। হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলতে বোঝায় দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা বা মৃত্যুঝুঁকিপূর্ণ অসুস্থতা যেমন- ক্যান্সারে ভুগছে এমন রোগী ও তার পরিবারের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুরক্ষায় সাহায্য করা বা যত্ন নেওয়া।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় নিয়োজিত সংস্থা এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস নিয়ে প্রথম আলো এবং বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

ক্যান্সার চিকিৎসায় প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ভূমিকা, বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বর্তমান অবস্থা, ক্যান্সার চিকিৎসায় হসপিস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস ২০২০; পর্ব- ০৩ || বিষয়: হসপি...

ক্যান্সার চিকিৎসায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর ভূমিকা আলোচনায় উঠে আসে, যেকোন দীর্ঘমেয়াদি মরণব্যাধির শুরু থেকেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার নেওয়া উচিত যেন রোগীর জীবনে ভোগান্তি কম হয় এবং অনেকসময় সুস্থ হয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ারের পরিধির মধ্যে চিকিৎসা সেবা, আর্থিক সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি হাসপাতাল যেমন- জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, এভারকেয়ার হাসপাতালে বর্তমানে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট আছে এবং স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর প্যালিয়েটিভ কেয়ার মেডিসিন এর অধ্যাপক ডা. এ. কে. এম. মতিউর রহমান ভূঞা বলেন, প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক সহায়তা দেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে এবং বাড়িতে গিয়েও চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সুবিধা এখন আছে। এছাড়া হসপিস সেন্টার আছে, টেলিমেডিসিন সেবা আছে যেখানে ফোনের মাধ্যমে রোগীদের নিয়মিত খোজ-খবর নেওয়া এবং সেবা দেওয়া হচ্ছে।

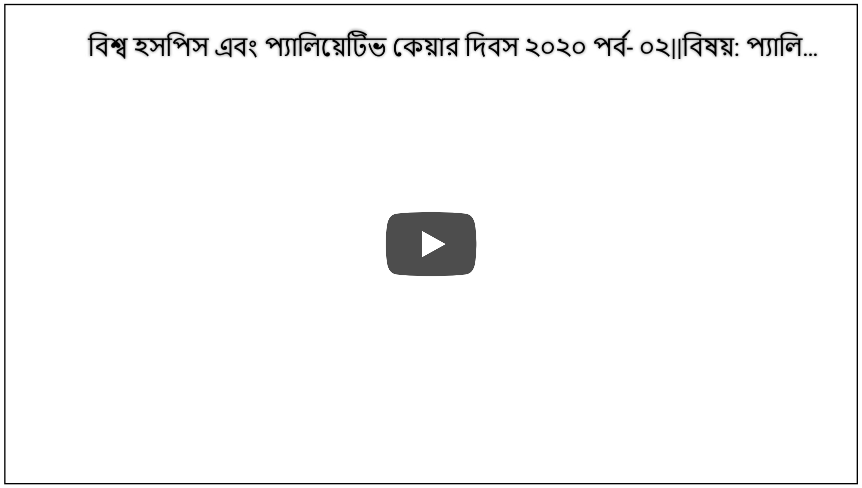

বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস এ অঙ্গীকার হোক- রোগীরা যেন সঠিকভাবে, দ্রুততম সময়ে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে এবং জীবনাবস্থায় ভোগান্তি কম হয়। বিশেষ এ অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন প্রথম আলো অনলাইন এবং ফেসবুক পেজে।

ইউসিবি তাকওয়া’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক

শরিয়া নীতিমালার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড। সেই ধারায় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের (ইউসিবি) ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা, ইউসিবি তাকওয়া’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) ইউসিবি তাকওয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ইউসিবি তাকওয়া সর্বাধুনিক, নিরাপদ ও পরিপূর্ণ ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সমর্থ হবে। বহুমুখী পণ্য ও সেবার সমন্বয়ে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ইউসিবির ভাইস চেয়ারম্যান ও শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান বজল আহমেদ; ইউসিবি'র এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি; ইউসিবির পরিচালক বশির আহমেদ; ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির সদস্য মোহম্মদ শওকত জামিল; শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ এফ এম আকবর হোসেন, শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির সদস্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান; শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির সদস্য ড. মোহাম্মাদ নাসির উদ্দিন (আজহারি); শরিয়া সুপারভাইসরি কমিটির সদস্য ড. মোহাম্মদ মানজুরুর রহমানসহ বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

এনবিআর চেয়ারম্যানের ওয়ালটন কারখানা পরিদর্শন

প্রথম আলো ডেস্ক

গাজীপুরের চন্দ্রায় কারখানা পরিদর্শনের সময় এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম ওয়ালটনের 'সিক্সএনাইন' মডেলের নতুন স্মার্ট রেফ্রিজারেটর উদ্বোধন করেন। অত্যাধুনিক ফিচারসমৃদ্ধ আইওটি বেজসড ওই স্মার্ট রেফ্রিজারেটর মুঠোফোনে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

আর উদ্বোধন করেন ভেরিয়াবেল রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো (ভিআরএফ) এসি উৎপাদন কারখানা। একইসঙ্গে তিনি টেলিভিশনের নতুন ৬টি মডেল, টিভির ডিজিটাল অটো রেজিস্ট্রেশন সফটওয়্যার এবং 'ট্যামারিন্ড ইএক্স প্রো' নামের একটি নতুন মডেলের ল্যাপটপের উদ্বোধন করেন।

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত উন্নয়ণ ও অগ্রগতি, বিশ্বমানের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্যের উন্নয়ন গুণগতমান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে ৩ অক্টোবর ওয়ালটন কারখানা পরিদর্শন করেন এনবিআর চেয়ারম্যান।

কারখানা পরিদর্শনকালে অন্যদের মধ্যে ছিলেন ওয়ালটনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম সরকার ও আলমগীর আলম সরকার, চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার আবুল বাশার হাওলাদার, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শোয়েব হোসেন নোবেল, হুমায়ূন কবীর, উদয় হাকিম, তানভীর রহমান, ইউসুফ আলী, লিয়াকত আলী ও আমিন খান, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফিরোজ আলম ও জাহিদুল ইসলাম, অভিনেতা আজিজুল হাকিম প্রমুখ।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২০ প্রথম আলো